কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত কিছু সাধারণ জিজ্ঞাসা ও এর উত্তর

১ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কেন প্রয়োজন?

এ ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক যার কোনো কার্যকর ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ভ্যাকসিন কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার একটি নিরাপদ ও কার্যকরী পন্থা।

২ এ ভ্যাকসিন কি সবাইকেই নিতে হবে?

প্রাথমিকভাবে এ ভ্যাকসিন ১৮ বৎসর ও তার বেশী বয়সী সবাইকেই নিতে হবে। প্রতিরোধই ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায়। সরকার সবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা ও সরবরাহ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩ কেন ১৮ বৎসরের কম বয়সীদের ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে না?

কারণ, এখন পর্যন্ত ১৮ বৎসরের কমবয়সীদের মধ্যে কোনো ভ্যাকসিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।

৪ সবার আগে ভ্যাকসিন কারা পাবেন?

প্রথম ধাপে যাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে:

- সরকার ন্যায্যতা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী অগ্রাধিকার পাবেন, যেমন: সম্মুখ সারির সেবাপ্রদানকারী, জরুরি সেবাপ্রদানকারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সাংবাদিক, শিক্ষক ও যাদের বয়স আঠারো বছরের ওপরে তাদেরসহ সকল জনগণকে পর্যায়ক্রমে ভ্যাকসিন দেয়া হবে
- যে সব পেশার মানুষ থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর আশংকা বেশি
- আক্রান্ত হলে জটিলতা বা মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি

৫ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কিভাবে প্রদান করা হবে?

🔍 www.surokkha.gov.bd ওয়েবসাইট এ ভ্যাকসিন প্রাপ্তির জন্যে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের পর ভ্যাকসিন প্রদানের তারিখ ও স্থান ফিরতি বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। যদি কেউ নিবন্ধন করতে না পারেন তাকে নিবন্ধন করতে সহায়তা দেয়া হবে।

৬ আমার নাম ও এনআইডি নম্বর তো অফিস থেকে নিয়ে অন্য সবার তালিকার সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস-এ পাঠিয়েছে। আমাকে কি আবার নিবন্ধন করতে হবে?

হ্যাঁ। অফিস থেকে তালিকা দেয়ার মাধ্যমে আপনার পেশার অগ্রাধিকার প্রাপ্তি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু টিকার কার্ড পেতে হলে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ভ্যাকসিনপ্রাপ্তির স্থান ও সময় জানতে হলে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

৭ কারা ভ্যাকসিন প্রদান করবেন? তাদের যোগ্যতাই বা কেমন হবে?

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স, প্যারামেডিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা দায়িত্ব পালন করবেন।

৮ কোথায় ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে?

সরকার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বর্তমানে রাজধানী সহ জেলা-উপজেলা পর্যায় সরকারী হাসপাতালে ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এটি আরো তৃণমূলে বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা আছে।

৯ মোট কয় ডোজ ভ্যাকসিন দিতে হবে?

প্রত্যেক নাগরিককে দুই ডোজ ভ্যাকসিন দিতে হবে। ভ্যাকসিনের উৎপাদকদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথম ডোজ পাওয়ার ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে।

১০ এক ডোজ নিলে কি যথেষ্ট হবে না?

আমরা বাংলাদেশে যে ভ্যাকসিন পাচ্ছি সেটি এক ডোজ নিলে যথেষ্ট হবে না। কারণ, এক ডোজ ভ্যাকসিন আপনাকে আংশিক সুরক্ষা দেবে ও তা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। তাই পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষার জন্য আপনাকে দুই ডোজ ভ্যাকসিনই নিতে হবে। তবে ভবিষ্যতে এক ডোজ বিশিষ্ট ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে।

১১ প্রথম ডোজের পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে ভুলে গেলে বা দেরি হলে কী করণীয়?

যথাসম্ভব দ্রুত দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নেবেন। এক্ষেত্রে প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন পুনরায় দিতে হবে না।

১২ দুটি ডোজেই কী ভ্যাকসিনের মাত্রামান একই থাকবে?

আমরা বাংলাদেশে যে ভ্যাকসিন পাচ্ছি সেটির ক্ষেত্রে দুই ডোজ ভ্যাকসিনের মাত্রামান অভিন্ন থাকবে।

১৩ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তদেরও কি এই ভ্যাকসিন নিতে হবে?

যারা এ মুহূর্তে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে আছেন, তারা ভ্যাকসিন নেবেন না।

১৪ কোভিড-১৯ থেকে আরোগ্যলাভের কতদিন পর এই ভ্যাকসিন নেয়া যাবে?

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠার কমপক্ষে এক মাস থেকে তিন মাস পরে ভ্যাকসিন নেয়াটা উত্তম। প্রাধিকারের ক্রমানুযায়ী তারাও ভ্যাকসিন পাবেন।

১৫ কোভিড-১৯ চিকিৎসায় প্লাজমা থেরাপি নেয়া কেউ কি এই ভ্যাকসিন নিতে পারবেন?

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি যারা প্লাজমা থেরাপি নিয়েছেন তারা সুস্থ হয়ে ওঠার কমপক্ষে তিন মাস পরে ভ্যাকসিন নেয়াটা উত্তম। প্রাধিকারের ক্রমানুযায়ী তারাও ভ্যাকসিন পাবেন।

১৬ গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারী কি এই ভ্যাকসিন নিতে পারবেন?

ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী মায়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীদের এ মুহূর্তে ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে না। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিরাপদ প্রমাণিত হলে সরকারি সিদ্ধান্তে তারাও ভ্যাকসিন নেবেন।

১৭ ভ্যাকসিন গ্রহণের আগে বা পর কি গর্ভধারণ করা যাবে?

গর্ভধারণকারী কোনো নারী ভ্যাকসিন নেবেন না। তবে ভ্যাকসিন নেয়ার তিন মাস পরে গর্ভধারণ উত্তম।

১৮ ডায়াবেটিক রোগী কি এ ভ্যাকসিন নিতে পারবেন?

হ্যাঁ, পারবেন।

১৯ প্রতিবন্ধী ও অটিজম ব্যক্তিরাও কি ভ্যাকসিন পাবেন?

হ্যাঁ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম ব্যক্তিরাও ভ্যাকসিন পাবেন। তবে সেক্ষেত্রে তাদের বয়স ৪০ বছরের উপরে হতে হবে এবং জাতীয় প্রতিচয় পত্র থাকতে হবে।

২০ ভ্যাকসিন গ্রহণের কত দিনের মধ্যে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Antibody) গড়ে ওঠে?

দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের ১৪ দিন পর সাধারণত সবচেয়ে ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা দেহে গড়ে ওঠে।

২১ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কতদিন দেহে কার্যকর প্রতিরোধ-সুরক্ষা দেবে?

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে গবেষকগণ আরো সময় নিচ্ছেন। ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের কয়েক বছর ফলোআপের পর এ বিষয়ে সঠিকভাবে বলা যাবে।

২২ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী কী?

সাধারণভাবে সকল ভ্যাকসিনই নিরাপদ। ভ্যাকসিন আবিষ্কার ও উৎপাদনে গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হয়নি। তবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে, তা হলো: সামান্য জ্বর, অবসাদ, ভ্যাকসিনের স্থানে ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, ঠান্ডা অনুভব করা বা কখনও কখনও মাথা ঘুরতে পারে।

২৩ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কী করা প্রয়োজন?

ভ্যাকসিন নেবার পরে টিকাদান কেন্দ্রে ভ্যাকসিনগ্রহীতাকে ৩০ মিনিট অবস্থান করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ রয়েছেন যারা ভ্যাকসিন নেয়ার পরবর্তী যে কোনো অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এরপরেও যদি স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা হয় তবে প্রথমেই স্বাস্থ্য বিভাগের হটলাইনের নম্বরে (১৬২৬৩, ১০৬৫৫ ও ৩৩৩) ফোন করুন। অথবা নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিন।

২৪ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে কখন চিকিৎসকের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন?

ভ্যাকসিন নেয়ার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভ্যাকসিন নেয়ার স্থানে যদি লালচে ভাব বা নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো যদি বেশ কদিন থাকে এবং আপনি যদি ভ্যাকসিন নেবার কয়েকদিনের মধ্যে স্বস্তি অনুভব না করেন তাহলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ করুন। অথবা স্বাস্থ্য বিভাগের হটলাইন নম্বরে (১৬২৬৩, ১০৬৫৫ ও ৩৩৩) ফোন করে পরামর্শ নিন।

২৫ কারো কারো এলার্জি আছে। তাহলে কি তারা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন?

কারো ভ্যাকসিন বা কোনো ঔষধে মারাত্মক এলার্জি থাকলে ভ্যাকসিন গ্রহণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া অত্যাবশ্যক।

২৬ শুনেছি, ভ্যাকসিন নিলে দেহে জিনঘটিত পরিবর্তন সাধিত হবে। কথাটি কি সত্যি?

না।

২৭ শুনেছি, ভ্যাকসিন উৎপাদনে শুকর বা বানরের দেহের ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয়।

না।

২৮ অতীতে ভ্যাকসিনের সাথে অটিজমের সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিলো। এই ভ্যাকসিনে কি এমন কিছু ঘটতে পারে?

না।

২৯ মদ্যপানের সাথে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার সম্পর্ক কি?

মদ্যপান ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা শিথিল করে।

৩০ বলা হচ্ছে, ভাইরাসটি তার নিজের পরিবর্তন সাধন করে নতুন রূপের জন্ম দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে, এখন ভ্যাকসিন নেয়া হলে কি পরিবর্তন ঘটা ভাইরাস প্রতিরোধে এই ভ্যাকসিন কাজে আসবে?

এই ভ্যাকসিন আবিষ্কার, পরীক্ষণ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কাজেই, ভাইরাসের পরিবর্তন ঘটলেও ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা অবশ্যই ঠিক থাকবে বলে বিজ্ঞানীগণ আশা প্রকাশ করেছেন।

৩১ এ ভ্যাকসিন গ্রহণ কি বাধ্যতামূলক?

সিদ্ধান্তটা একান্তই আপনার। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের মতন বাংলাদেশেও এই ভ্যাকসিন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে, ভ্যাকসিন কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে একটি নিরাপদ ও কার্যকরী সুরক্ষা ব্যবস্থা। ভ্যাকসিন উৎপাদন ও সরবরাহে সময় লাগবে। তাই একসঙ্গে সবার ভ্যাকসিন নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। তথাপি, সরকার ১৮ বৎসর ও এর বেশী বয়সী সকলেরই জন্য এই ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করতে আগ্রহী।

৩২ ভ্যাকসিন নেবার সময় কি মাস্ক পরে আসতে হবে?

হ্যাঁ। ঘরের বাইরে এবং জনসমাগমের স্থানে সরকার মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেছে। ভ্যাকসিন গ্রহণের পরেও মাস্ক পরা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কারণ, ভাইরাসটির সংক্রমণ পর্যায় এখনো মারাত্মক রয়ে গেছে।

৩৩ ভ্যাকসিন নেবার পর নিশ্চয়ই আর স্বাস্থ্যবিধি (মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি) মেনে চলার প্রয়োজন নেই?

ধারণাটি ভুল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন গ্রহণের পরও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি। ভ্যাকসিন নেবার পরে আপনি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে মারাত্মক অসুস্থ হবেন না, কিংবা হাসপাতালে যেতে হবে না। কিন্তু আপনার শরীরে যদি ভাইরাস থেকে থাকে তবে সেখান থেকে ভাইরাসাটি অন্যদের মাঝে ছড়াতে পারে। তাই ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আপনাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

৩৪ তাহলে আবার কতদিন পর স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়ানো যাবে?

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনা বা তাদের মধ্যে এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মানোর পর বিশ্ব মহামারি নিয়ন্ত্রণে এলে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরৎ আসা যাবে। এজন্য সর্বসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ও ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হবে।

৩৫ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কি এই মহামারির সমাপ্তি টানতে সমর্থ হবে?

মহামারি দূর করতে ভ্যাকসিনের ভূমিকা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে রয়েছে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা, অনুমোদন, উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার এবং মোট জনসংখ্যার কত শতাংশকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনা গেছে তার উপর।

৩৬ বর্তমানে প্রাপ্ত ভ্যাকসিনের মধ্যে কোন ভ্যাকসিন সবচেয়ে বেশি কার্যকর?

সকল ভ্যাকসিনই কার্যকর ও নিরাপদ।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের বিষয়ে আমি সহজে কিভাবে সঠিক তথ্য জানতে পারবো?

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া আপনি চাইলে: **৩৩৩, ১৬২৬৩ ও ১০৬৫৫** হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।

World Health Organization
Bangladesh

unicef